ওষুধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা এগুলো মিথোট্রেক্সেটের কার্যপ্রক্রিয়ায় বাধা দিতে পারে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কোনো ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করবেন না এবং ফলিড এসিড সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে যাবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ডাক্তাররা নিশ্চিত হচ্ছে যে ওষুধটি কাজ করেছে এবং hCG হরমোনের মাত্রা অ-গর্ভবতী অবস্থায় ফিরে এসেছে।

আপনার hCG মাত্রা ধারাবাহিকভাবে নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত আপনি কোনো ভারী জিনিস তুলবেন না বা বাড়িতে কোনো ভারী কাজ করবেন না এবং hCG মাত্রা অ-গর্ভবতী পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত কেবল হালকা ব্যায়াম করবেন যেমন হাঁটাহাটি।

আপনার hCG অ-গর্ভবতী পর্যায়ে নেমে না আসা পর্যন্ত যৌনমিলন থেকে বিরত থাকুন।

অনেকেই প্রথম দিকে কাজ থেকে বিরতি নেন এবং চিকিৎসা কাজ করতে শুরু করলে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত কাজে ফিরে যান না। আমাদের ওয়েবসাইটে এক্টোপিক গর্ভধারণ এবং কর্মক্ষেত্র বিষয়ক তথ্যাদি রয়েছে।

প্রথম সপ্তাহে, NSAID গ্রুপভুক্ত ব্যাথানাশক যেমন আইবুপ্রোফেন এড়িয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত ব্যাথানাশক হলো প্যারাসিটামল।

আপনার hCG অ-গর্ভবতী পর্যায়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত মদপান থেকে দূরে থাকুন এবং অ-গর্ভবতী অবস্থায় ফিরে আসার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মদপান করবেন না।

ভবিষ্যতের জন্য আমি কী কী পূর্বসতর্কতা নিব?

আপনি মিথোট্রেক্সেটের একটি বা দুইটি ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকলে, আপনার hCG'র মাত্রা 5mIU/mL এর নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে (রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এটি জানার পর আপনার ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দিবেন) এরপর গর্ভধারণের চেষ্টা করার আগে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে।

কেননা মিথোট্রেক্সেট আপনার শরীরে ফোলেটের মাত্রা হ্রাস করতে পারে যা একটি শিশুর স্বাস্থ্যকর বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, এর ফলে শিশুর নিউরাল টিউব জনিত ত্রুটি যেমন ঠোঁট কাটা, তালু ফাটা, বা স্পিনা বিফিডা। এই ওষুধের বিপাক দ্রুত হয়, কিন্তু এটি আপনার কোষের গুণমানে প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে আছে এটি দেওয়ার পর ৩ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত আপনার ডিম্বাণু, এবং আপনার রক্তের গুণমান। এছাড়াও ওষুধটি আপনার যকৃতের কাজ করার পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলতে পারে তাই আবার গর্ভধারণের কথা ভাবার আগে আপনার শরীরকে ভালোভাবে সুস্থ হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে।

আপনার আবেগ

বেশিরভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এমনটা কেন হলো আর কেন তার এক্টোপিক গর্ভধারণ হলো সেটি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করার প্রবণতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। আপনার কেন এক্টোপিক গর্ভধারণ হলো সেটি বুঝতে চেষ্টা করার ফল হতাশাজনক হতে পারে কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নের উত্তর খুবই সীমিত এমনকি একেবারে নেই বললেই চলে।

অনেকেই এক্টোপিক গর্ভধারণ "করার" জন্য অপরাধ বোধ করেন এমনকি নিজেকে দায়ী করেন। এটি মেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে এই এক্টোপিক গর্ভধারণের ঘটনাটি আপনি কোনোভাবেই থামাতে পারতেন না এবং এতে আপনার কোনো দোষ ছিল না। এক্টোপিক গর্ভধারণের জন্য চিকিৎসা নেওয়া ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় ছিল না কারণ চিকিৎসা না করালে এটি আপনার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারত।

যুক্তরাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি এক্টোপিক গর্ভধারণের ক্ষেত্রে, এক্টোপিক গর্ভধারণ হওয়ার কোনো পরিচিত ঝুঁকি বা নিয়ামক পাওয়া যায় না।

আপনার সঙ্গীর আবেগ

এক্টোপিক গর্ভধারণের প্রভাব সঙ্গীর উপরও পড়তে পারে। তার সাথে যা ঘটেছে সেটি সামলে উঠার চেষ্টা করার পাশাপাশি, সেই একই সময়ে আপনাকে এমন শারিরীক ও মানসিক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেখে সে আপনার পাশে থাকার চেষ্টা করতে পারে।

আপনার সঙ্গী গর্ভধারণটির সাথে জড়িত হতে পারেন অথবা নাও হতে পারেন। গর্ভাবস্থা নষ্ট হওয়াতে এবং আপনাকে খুব কাছ থেকে শারিরীক ও মানসিকভাবে কষ্ট পেতে দেখে সে তার নিজের মানসিক আবেগ মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে, সঙ্গী গর্ভাবস্থা নষ্ট হওয়া নিয়ে ভাবার চেয়ে আপনাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারে এবং এতে দুজনের মতের অমিল হতে পারে। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গীর মনে হতে পারে সে আপনার অনুভূতিগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না অন্যদিকে আপনি ভাবতে পারেন আপনার সঙ্গী আপনি যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে আপনাকে সাহায্য করছে না। সঙ্গী "সবকিছু ঠিক করার" চেষ্টা করতে পারে অথবা যা ঘটে গেছে সেটি নিয়ে বলতে চায় না বা এই কষ্টকর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চায়। এর কারণ এমন না যে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বরং সে "সবকিছু সামলে উঠে ভালো থাকতে" চেষ্টা করছে। আপনার প্রতি সবার মনোযোগ বেশি থাকায় তার নিজেকে উপেক্ষিত ও একা বলে মনে হতে পারে। এক্টোপিক গর্ভধারণের পর সঙ্গী পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসের মতো মানসিক জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

যখন আপনি সক্ষম বোধ করবেন, তখন আপনি ও আপনার সঙ্গী দুজনের অনুভূতি নিয়ে কথা বলা খুবই জরুরী। এক্টোপিক গর্ভধারণের এই কঠিন পথ চলায় আমরা আপনার সঙ্গীরও পাশে আছি।

এক্টোপিক প্রেগনেন্সি ট্রাস্ট কিভাবে সহায়তা করতে পারে

এক্টোপিক প্রেগনেন্সি ট্রাস্ট যারা প্রাথমিক গর্ভাবস্থা নষ্ট হওয়া, এক্টোপিক গর্ভধারণের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে।

এপিটি তে, আমরা অনেকেই এক্টোপিক গর্ভধারণের শারিরীক ও মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছি তাই আপনি ও আপনার প্রিয়জন এই মুহূর্তে কেমন বোধ করছেন তা আমরা বুঝি এবং একই কষ্ট অনুভব করি। হয়তো আপনার নিজেকে একা, এলোমেলো আর বিপন্ন মনে হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা এবং শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে সামনে কী হতে পারে, সে ব্যাপারে আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে। আপনাকে সহায়তা দিতে আমরা পাশে আছি।
এক্টোপিক গর্ভধারণের পর শারিরীক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতার বিষয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে আরো তথ্য আছে। ওয়েবসাইটটিতে মেডিকেলি-পরীক্ষিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এছাড়াও রয়েছে আমাদের বিভিন্ন সহায়তা পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য যেখানে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন এবং প্রশ্ন করতে পারবেন। যদি আপনি মনে করেন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটে যান।

অনুগ্রহ করে আরো তথ্য ও সহায়তার জন্য ectopic.org.uk এ যান।

The Ectopic Pregnancy Trust

Publication date: June 2022

Registered with FUNDRAISING REGULATOR

Website: **ectopic.org.uk**
Helpline: **020 7733 2653**
Email: **ept@ectopic.org.uk**

Registered charity number:1071811

For healthcare professionals: To request further leaflets, please contact leaflets@ectopic.org.uk or call 020 7096 1838 or text to 07537 416085

Bengali

মেডিকেল ব্যবস্থাপনা

Medical Management

The Ectopic Pregnancy Trust

আপনার স্বাস্থ্যসেবা দানকারী আপনি এক্টোপিক গর্ভধারণ করেছেন বলে জানানোতে আমরা দুঃখিত।
এটি মানসিক ও শারিরীকভাবে কঠিন সময় হতে পারে এবং আপনার চিকিৎসা সম্পর্কে এবং আপনার কী হচ্ছে সে বিষয়ে আপনার কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। এক্টোপিক গর্ভধারণের চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করা যায়, তবে এই তথ্যপত্রে, আমরা কেবল এক্টোপিক গর্ভধারণের মেডিকেল ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

আপনি www.ectopic.org.uk ঠিকানায় আরো তথ্য ও সহায়তা পাবেন।

মিথোট্রেক্সেটের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কী?

'মেডিকেল ব্যবস্থাপনা পরিভাষাটি, এক্টোপিক গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, এর অর্থ মিথোট্রেক্সেট নামক ওষুধ ব্যবহার করা। ফোলেট একটি অপরিহার্য ভিটামিন যা গর্ভাবস্থায় কোষগুলোকে দ্রুত বিভাজনে সাহায্য করে এবং মিথোট্রেক্সেট একটি শক্তিশালী ওষুধ যা শরীরে ফোলেটের প্রক্রিয়াকরণে অস্থায়ীভাবে বাঁধা সৃষ্টি করে কাজ করে। এই ওষুধ গর্ভাবস্থাটির বিকাশ অতি দ্রুত বন্ধ করে দেয় এবং ফেলোপিয়ান টিউবকে অক্ষত রেখে কাঠামোটির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুনঃশোষিত হয়।

মিথোট্রেক্সেট গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকরী, বিশেষ করে যখন প্রেগনেন্সি হরমোন 'বিটা hCG' মাত্রা ৫০০০ mIU/mL এর নিচে থাকে। এর চেয়ে বেশি মাত্রা যুক্ত গর্ভাবস্থায় ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, ইন্টারস্টিশিয়াল এক্টোপিক গর্ভাবস্থায়, শরীরে উচ্চতর মাত্রার hCG থাকা অবস্থায় এই ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা অস্বাভাবিক নয়। এক্টোপিক গর্ভধারণের ক্ষেত্রে, এটি আসলে গর্ভধারণের কোনো পর্যায় নয় (গর্ভাবস্থা সপ্তাহের সংখ্যার হিসেবে), কিন্তু এক্টোপিকের আকার, বৃদ্ধির মাত্রার উপর নির্ভর করে প্রথম কয়েক সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মিথোট্রেক্সেট কী?

মিথোট্রেক্সেট একটি শক্তিশালী ওষুধ যা আপনার শরীর যেভাবে ফোলেট নামক একটি ভিটামিন প্রক্রিয়া করে তাতে অস্থায়ীভাবে বাঁধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে কাজ করে। গর্ভাবস্থার কোষগুলোর মতো - দ্রুত বিভক্ত হতে থাকা কোষগুলোর জন্য ফোলেট গুরুত্বপূর্ণ। এই ওষুধ গর্ভাবস্থাটির বিকাশ অতি দ্রুত বন্ধ করে দেয় এবং গর্ভাবস্থাটি ফেলোপিয়ান টিউবকে অরক্ষিত রেখে কাঠামোটির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুনঃশোষিত হয়।

কখন মিথোট্রেক্সেটের মাধ্যমে চিকিৎসা সবচেয়ে উপযুক্ত?

এই পদ্ধতির চিকিৎসা অন্যান্যের তুলনায় কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী এবং নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে একে বেশি সফল হতে দেখা যায়:

আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে
আপনার ফেলোপিয়ান টিউব ফেটে যায়নি
আপনার hCG মাত্রা খুবই কম (আপনার হাসপাতালের একটি মাত্রা ঠিক করা থাকতে পারে যার বেশি হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না)
তলপেটে কোনো উল্লেখযোগ্য রক্তক্ষরণ হয়নি

কেননা এক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন নেই, সার্জারির বিপরীতে এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় যদি:
আপনার অন্যান্য মেডিকেল সমস্যা আছে যা সাধারণ চেতনানাশকের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে
যদি আপনার তলপেট বা শ্রোণিতে অ্যাডহেসন থাকে (আগের কোনো সার্জারি বা সংক্রমণের ফলে)
একটপিক গর্ভধারণ গর্ভাশয়ের গলায় অথবা ফেলোপিয়ান টিউব গর্ভাশয়ে প্রবেশ করার পথে অবস্থান করে

আপনার নিম্নোক্ত কোনো অবস্থা থাকলে মিথোট্রেক্সেট দিয়ে এক্টোপিক গর্ভাবস্থার চিকিৎসা আপনার জন্য উপযুক্ত হবে না:

কোনো চলমান সংক্রমণ
গুরুতর রক্তশূন্যতা বা অন্যান্য রক্ত কোষের অভাব
কিডনির সমস্যা
লিভারের সমস্যা
সক্রিয় সংক্রমণ
এইচআইভি/এইডস
পেপটিক আলসার অথবা আলসারেটিভ কোলাইটিস

ডাক্তার কেন আমাকে এভাবে চিকিৎসা দিতে চান এবং কেন আমাকে সার্জারি করছেন না?

সার্জারি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই চিকিৎসা বিকশিত হয়েছে এবং সার্জারির বিপরীতে মিথোট্রেক্সেট ব্যবহারে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া গেলে ডাক্তাররা এটিই ব্যবহার করতে চান। যেমন, যদি:

- আপনার এক্টোপিক গর্ভধারণের চিকিৎসা সার্জারির মাধ্যমে করানো কঠিন হয়ে যাবে এবং এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে;
- আপনার তলপেট বা শ্রোণিতে অ্যাডহেসন আছে (আগের কোনো সার্জারি বা সংক্রমণের ফলে)
- আপনার অন্যান্য মেডিকেল সমস্যা আছে যা সাধারণ চেতনানাশকের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।

আপনার হাতে নিজের চিকিৎসা বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, এরূপ ক্ষেত্রে মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা চিকিৎসার সবগুলো বিকল্প আপনাকে সানন্দে জানাবেন। যদি আপনি মনে করেন যে মেডিকেল ব্যবস্থাপনা মানসিকভাবে আপনার উপযুক্ত নয়, সেক্ষেত্রে আপনি এ ব্যাপারে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন এবং সার্জিকাল ব্যবস্থাপনা বেছে নিতে পারবেন।

পরবর্তীতে সফলভাবে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মিথোট্রেক্সেট সার্জারির মতোই সফল। মেডিকেল চিকিৎসা অ-আক্রমণাত্মক এই কারণে এটি হতে পারে, অন্যদিকে সার্জারির ফলে ফেলোপিয়ান টিউবের চারপাশে কিছু দাগ দেখা দিতে পারে।

এই চিকিৎসা কিভাবে দেওয়া হবে?

চিকিৎসাটি ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, সাধারণত আপনার নিতম্বের পেশীতে একক ইনজেকশনের মাধ্যমে, তবে, যদি এটি অন্য কোনো পথে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার সাথে আলোচনা করা হবে। আপনার উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী ডোজ হিসাব করা হয়। ইনজেকশনের আগে, লিভার ও কিডনি ফাংশন যাচাই করার জন্য এবং আপনার রক্তস্বল্পতা নেই তা নিশ্চিত করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসার সময় কী হয়?

সার্জারি এড়াতেই এই পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। তবে, এতে সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং ফলোআপ আবশ্যক। এর অর্থ হলো পরীক্ষা নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত আপনার hCG এর মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে রক্ত পরীক্ষার জন্য আপনাকে নিয়মিত হাসপাতালে আসতে হবে। এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় নিতে পারে এবং আপনার ডাক্তার এটি ব্যাখ্যা করবেন। আপনার হাসপাতাল আপনার হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। আপনার ডাক্তাররা সাধারণত ওষুধটি প্রদানের দিনে আপনার hCG মাত্রা পরীক্ষা করবেন, আবার ইনজেকশনের পরে চতুর্থ দিনে এবং সপ্তম দিনে।

মিথোট্রেক্সেট সাথে সাথে কাজ না করার কারণে বেশিরভাগ সময় চতুর্থ দিনের রক্ত পরীক্ষায় hCG মাত্রা বেড়ে যায়, তাই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর দুই বা তিন দিন পর্যন্ত কোষ বিভক্ত হতে থাকবে, এবং কিছু কোষ অদৃশ্য হতে শুরু করলে সেগুলো থেকে আরো hCG নিঃসৃত হবে। আপনার ডাক্তাররা আপনার hCG'র মান চার থেকে সাত দিনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫% এ নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি এটি ১৫% নিচে নেমে আসে, তাহলে সেই পর্যায়ে ডাক্তাররা মিথোট্রেক্সেটের একটি দ্বিতীয় ডোজ বা সার্জারির কথা বিবেচনা করবেন।

ইনজেকশনের নেওয়ার কয়েক দিন পরে, রক্তপাত শুরু হওয়া স্বাভাবিক এবং এই রক্তপাত কয়েক দিন থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

প্রতি ৩-৭ দিনে, বিটা hCG এর মাত্রা যথাযথভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত থাকবে। বেশিরভাগেরই কেবল একটি ইনজেকশনের প্রয়োজন হয় তবে এক চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে সিরাম hCG এর মাত্রা হ্রাস না পেলে আরো একটি ইনজেকশনের প্রয়োজন হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কী কী?

মিথোট্রেক্সেটের সবচেয়ে প্রচলিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো:

- তলপেটে মোচড় দিয়ে পেটে ব্যাথা সবচেয়ে প্রচলিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এবং এটি সাধারণত চিকিৎসা শুরু হওয়ার প্রথম ২ থেকে ৩ দিন এর মধ্যে ঘটে। কারণ তলপেটে ব্যাথা রাপচার্ড এক্টোপিক গর্ভাবস্থার আরেকটি লক্ষণ, তলপেটে কোনো ধরনের ব্যাথা হলে আপনার স্বাস্থ্য সেবাদানকারীকে জানান;
- ক্লান্তি - অনেকেই খুব ক্লান্ত বোধ করে এবং চিকিৎসার সময় তারা যে চরম ক্লান্তির সম্মুখীন হয় তার ফলে শক পায়;• যোনী থেকে রক্তপাত বা স্পটিং;
- যোনিতে রক্তক্ষরণ বা হালকা রক্তপাত;
- বমি বমি ভাব, বমি, ও বদহজম;
- মাথা হালকা লাগা বা মাথা ঘোরা - আবারো, যেহেতু এটি ফেটে যাওয়া এক্টোপিক গর্ভাবস্থার একটি লক্ষণ, অনুগ্রহ করে এটি আপনার স্বাস্থ্যসেবা দানকারীর কাছে রিপোর্ট করুন;
- ইনজেকশনের ফলে পায়ু অসাড় বা ফুলে যাওয়া।

এক্টোপিক গর্ভধারণের জন্য মিথোট্রেক্সেট চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে:

- সূর্যের আলোতে ত্বকের সংবেদনশীলতা
- চোখের আবরণী পর্দার প্রদাহ
- মুখমণ্ডল ও গলায় ব্যাথা
- সাময়িকভাবে চুল পড়া
- মারাত্মক রক্ত শূন্যতা (অস্থি মজ্জায় খুবই কম রক্ত কোষ তৈরি হওয়া)
- ফুসফুসের প্রদাহ (নিউমোনাইটিস))

মেডিকেল ব্যবস্থাপনা কতটা সফল?

সাফল্যের হার মিথোট্রেক্সেট দেওয়া হয় এমন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় এবং গবেষণায় ৬৫-৯৫% সাফল্যের দেখা যায়। সাফল্যের হার বেশি হয় যখন কম বিটা hCG মাত্রার সাথে চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তাররা তাদের হাসপাতালে মিথোট্রেক্সেটের সাফল্যের হার আপনাকে জানাতে পারবেন।

কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা এবং আমাকে ভিন্ন কোনো চিকিৎসা নিতে হবে কিনা তা আমি কিভাবে জানব?

আপনার এক্টোপিক গর্ভাবস্থার সমাধান না হলে আপনার ডাক্তার আপনাকে এটি জানাবেন, কেননা এটি আপনার নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার ফলাফলেই প্রদর্শিত হবে। পরিস্থিতি ভিন্ন হলে, তারা আপনাকে মিথোট্রেক্সেটের আরেকটি ডোজ নেওয়ার অথবা সার্জারি করানোর পরামর্শ দিতে পারে।

এক্টোপিক গর্ভাবস্থা অবনতির দিকে যাওয়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাথার মাত্র; যোনিতে রক্তক্ষরণ; শ্বাসকষ্ট; অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং/বা অনেকের ক্ষেত্রে কাঁধের ডগায় ব্যাথা হওয়া। এই লক্ষণগুলোর যেকোনো একটি দেখা দিলে আপনাকে পুনঃমূল্যায়ন করার প্রয়োজন হবে। আপনার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হলে স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য আপনার হাসপাতাল আপনাকে একটি নম্বর দিবে, অথবা আপনাকে অ্যাক্সিডেন্ট এন্ড ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে এটি (A&E) জানাতে বলা হবে। যদি আপনাকে কী করতে হবে তা বলা না হয় এবং আপনার কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে যে হাসপাতাল বিভাগ আপনাকে চিকিৎসা দিচ্ছে সেখানে ফোন করুন অথবা 111 নম্বরে ডায়াল করে NHS 111 পরিষেবাতে যোগাযোগ করুন।

এরূপ ব্যবস্থাপনার ঝুঁকিগুলো কী কী?

মেডিকেল চিকিৎসা করার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিটি হলো ওষুধটি কাজ নাও করতে পারে ফলে এক্টোপিক গর্ভাবস্থার কোষ বিভাজন অব্যাহত থাকতে পারে, যার ফলে অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হতে পারে। ডাক্তাররা বলতে পারেন যে গর্ভাবস্থার বিশেষ কোষ যা hCG হরমোন তৈরি করে তা এখনও বিভাজিত হচ্ছে কিনা কারণ hCG এর মাত্রা বাড়তে থাকবে এবং কমবে না। এটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

মিথোট্রেক্সেট সাথে সাথে কাজ না করার কারণে বেশিরভাগ সময় চতুর্থ দিনের রক্ত পরীক্ষায় hCG মাত্রা বেড়ে যায়, তাই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর দুই বা তিন দিন পর্যন্ত কোষ বিভক্ত হতে থাকবে, এবং কিছু কোষ অদৃশ্য হতে শুরু করলে সেগুলো থেকে আরো hCG নিঃসৃত হবে। আপনার ডাক্তাররা আপনার hCG'র মান চার থেকে সাত দিনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫% এ নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি এটি ১৫% নিচে নেমে আসে, তাহলে সেই পর্যায়ে ডাক্তাররা মিথোট্রেক্সেটের একটি দ্বিতীয় ডোজ বা সার্জারির কথা বিবেচনা করবেন।

এছাড়াও উপরের অংশে উল্লেখিত এক্টোপিক গর্ভাবস্থা আরো খারাপের দিকে যাওয়ার লক্ষণগুলোর ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকা জরুরী।

চিকিৎসা কাজ করার জন্য আমি কী করতে পারি?

আপনাকে চিকিৎসা প্রদানকারী ডাক্তাররা চালিয়ে যেতে না বলা পর্যন্ত, যেকোনো ভিটামিন, মিনারেল, বা অন্যান্য